এই সময়
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI

একলা বাবার লড়াইয়ে সফল পূজা

May 18, 2016, 09.35 AM IST

শুভেন্দু হালদার ■ ডায়মন্ড হারবার

কোনও দিন আধপেটা নুন ভাত। কোনও দিন সেটুকুও জুটত না। বাবা সারাদিন ভ্যান চালিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ঘরে যা আনতেন , চাল কিনতে সবটুকুই বেরিয়ে যেত। খিদে বড় বালাই ! তাই বাড়ির বড় ছেলের বেশি দূর লেখাপড়া হয়নি। খরচ জোগাবে কে ? কিন্তু ছোট মেয়েটা পড়াশোনায় ভালো। তাই অর্ধাহারে -অনাহারে দিনের পর দিন কাটিয়েও বাবা মেয়ের পড়াটা বন্ধ করতে দেননি। সোমবার , ১৬ মে সেই দীর্ঘ যুদ্ধ জয়ের স্বাদ পেল মাঝি পরিবার। ডায়মন্ড হারবারের পারুলিয়ার বাসিন্দা পূজা মাঝি ৪৫৪ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। বাংলায় ৯১ , ইংরেজিতে ৯২ , ভূগোলে ৯৩ , রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৮৮ , সংস্কৃতে ৮২ ও পরিবেশ বিজ্ঞানে ৯০ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে লম্বা , শ্যামলা মেয়েটি। বেলা বাড়তেই এ খবর এসে পৌঁছয় ছিটে বেড়ার দেওয়াল ও টালির ছাউনির ভাঙাচোরা বাড়িটায়।

ততক্ষণে পূজার অসাধ্য সাধনের খবর ছড়িয়ে গিয়েছে পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়িতে। উঠোনে ভিড় জমিয়েছেন প্রতিবেশীরাও। বছর তিনেকের ছেলে আর মাত্র দু'মাসের মেয়েকে রেখে বাড়ি ছেড়েছিলেন মা। তার পর থেকে ছেলেমেয়েকে মায়ের অভাব কখনও বুঝতে দেননি বছর চুয়াল্লিশের উত্তম। ভ্যান চালিয়ে দুই ছেলে -মেয়েকে বড় করেছেন। মাধ্যমিক পাশ করার পর আর পড়তে পারেননি পূজার দাদা গোবিন্দ। অভাবের সংসারের হাল ধরতে দিনমজুরের কাজ করেন তিনি। ছোট্ট বয়স থেকে বাড়ির কাজকর্ম সামলে স্কুলে যেত পূজা। ছোট থেকেই পড়াশোনার প্রতি গভীর টান ছিল তার। বাড়িতে বিদ্যুত নেই , হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোতেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল সে। সোমবার সকালে বাড়িতে ছিলেন না উত্তম। রোজকার মত ভ্যান নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন রুটি -রুজির টানে। রাস্তায় লোকমুখে মেয়ের রেজাল্টের খবর শুনে তড়িঘড়ি ভ্যান ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। বাড়ির বারান্দায় তখন চোখের জলে ভাসছে মেয়ে।

আনন্দাশ্রী ধরে রাখতে পারেননি বাবাও। তিনি বলেন , 'অভাবের তাড়নায় আমাকেও ক্লাস নাইন থেকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়। একই পরিস্থিতি তৈরি হয় আমার ছেলেরও ক্ষেত্রেও। আমাদের খুব ইচ্ছে পূজা লেখাপড়া করে অনেক বড় হোক। ' খুশির হাসি পারুলিয়া শ্রী রামকৃষ্ণ হাইস্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী পূজার মুখেও। এই স্কুল থেকেই মাধ্যমিকে ৫০৩ নম্বর পেয়েছিল সে। পূজা জানাল , 'ক্লাস ফাইভ থেকে এই স্কুলে পড়ছি। স্যার , ম্যাডামরা বই কিনে দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত রকম সাহায্য যে ভাবে করেছেন , তা বলে শেষ করতে পারব না। আর বাবা ও দাদা তো নিজেরা না খেয়ে সেই টাকায় দু'জন গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমি বড় হয়ে সংসারের হাল ধরতে চাই। '

কিন্তু কথা বলতে বলতেই মুখের হাসি শুকিয়ে গিয়ে চিন্তার ভাঁজ পূজার কপালে। তার কথায় , 'এখন পড়া চালিয়ে যেতে তো অনেক খরচ। জানি না , বাবা ও দাদা খরচ টানতে পারবে কি না। ' মেয়ের কথা শুনে চিন্তা আরও বেড়ে গেছে উত্তমেরও। বললেন , 'স্বপ্ন তো দেখি , মেয়েকে আরও পড়াশোনা করাব। আমার এই যত্সামান্য রোজগারে খরচ জোগাতে পারব কি না জানি না। কেউ যদি ওর পড়ার খরচটুকু জোগাতেন , তা হলে ও অনেক বড় হতে পারত। 'তবে আশা ছাড়তে রাজি নয় পূজা। সংস্কৃত অর্নাস নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করে এমএ পড়তে চায় সে। ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হয়ে গ্রামের স্কুলেই গরিব ছেলে -মেয়েদের পড়ানোর স্বপ্নে এখন বিভোর এই কিশোরী।